দিকদর্শন ১

গত ২৫০ বছরের ইতিহাসে শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের ৩টি পথ দেখা যায়-

ক। বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ
খ। সশস্ত্র লড়াই (গৃহযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি)
গ। গণঅভ্যুত্থান যা বিপ্লবে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য গণঅভ্যুত্থান যেখানে বিপ্লবে পরিণত হতে পারেনি সেখানে শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আসেনি।

এই তিন পদ্ধতির কিছু ঐতিহাসিক উদাহরণ দেখা যাক।

ক) বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তনের উদাহরণ:

১। নেপোলিয়নিক যুদ্ধ: সময়কাল, ১৮০৩-১৮১৫। নেপোলিয়নের সামরিক আগ্রাসনের ফলে ইউরোপের মানচিত্রে পরিবর্তন আসে, বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হয় ফ্রান্সের ক্লায়েন্ট স্টেইট। ফরাসী বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে। উত্থান ঘটে মতবাদ হিসেবে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের।

২। পূর্ব ইউরোপে বিভিন্ন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সূচনা: সময়কাল, ১৯৪৫-১৯৪৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়; যেমন পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়া।

উত্তর কোরিয়াকেও এ পদ্ধতির উদাহরণ ধরা যেতে পারে।

খ) সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তনের উদাহরণ-

চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব: সময়কাল, ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৪৯। মাও সেতুং এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা যুদ্ধ চালায় এবং বিজয়ী হয়। ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না।

কিউবান বিপ্লব: সময়কাল, ১৯৫৩-১৯৫৯। ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারার নেতৃত্বে কিউবান বিপ্লব, যা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাতিস্তা শাসন উৎখাত করে। ১৯৬১ সালে কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষনা করা হয়।

আফগান ইমারাহ ১: সময়কাল, ১৯৯৪-২০০১,

১৯৯৪ সালে সূচনার পর, ৯৬ নাগাদ পুরো দেশের অধিকাংশ অংশ নিয়ন্ত্রনে নেয় তালেবান আন্দোলন। ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করে। গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধের বদলে অনেকটাই কনভেনশানাল মিলিটারি কনকোয়েস্টের আদলে কর্তৃত্ব অর্জন করে তারা।

আফগান ইমারাহ ২: ২০২১ – চলমান। প্রায় বিশ বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তালেবান শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালে ন্যাটো সেনারা আফগানিস্তান ছাড়ার আগেই নিয়ন্ত্রন নিয়ে ফেলে কাবুলসহ প্রায় পুরো দেশের। দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ইমারাহ।

এর বাইরে ভিয়েতনাম (১৯৭৬), লাওস (১৯৭৫), ক্যাম্বোডিয়া-খেমার রুজ (১৯৭৫)-কে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শাসন ও রাষ্ট্রে মৌলিক পরিবর্তন আনার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হল, উপরের প্রায় সব ক্ষেত্রে সশস্ত্র লড়াই সফল হয়েছে হয় গৃহযুদ্ধ অথবা বহিরাগত আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে। ব্যতিক্রম কিউবা। কাজেই বলা যেতে পারে, গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি বা বৈদেশিক আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে সশস্ত্র পদ্ধতিতে সফল হবার সম্ভাবনা সিগনিফিক্যান্টলি বেড়ে যায়। এর সাথে এ তথ্যও যুক্ত করা যায় যে, যেসব অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক আগ্রাসন নেই – এমন ক্ষেত্রে সশস্ত্র পদ্ধতি ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি, বিশেষ করে সমতল ভূমিতে।

গ) গণঅভ্যুত্থান ও গণবিপ্লবের মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তনের উদাহরণ:

১। ফরাসি বিপ্লব: সময়কাল, ১৭৮৯-১৭৯৯। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান এবং রাজতন্ত্রের উৎখাত। আধুনিক রিপাবলিকানিসমের সূচনা। ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা (কনসোলিডেশন)-র জন্য প্রথমে 'ত্রাসের রাজত্ব', তারপর গৃহযুদ্ধ।

রুশ বিপ্লব: সময়কাল, ১৯১৭ ফেব্রুয়ারি এবং ১৯১৭ অক্টোবর। প্রথমে ফেব্রুয়ারিতে জার শাসনের পতন এবং লিবারেল-ডেমোক্রিটিক ধাঁচের সরকার গঠন। তারপর বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে

অক্টোবর বিপ্লব, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা (কনসোলিডেশন)-র জন্য তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, এ যুদ্ধে বিজয়ী হয় বলশেভিকরা।

ইরানি বিপ্লব: সময়কাল, ১৯৭৯। পাহলভিদের রাজতন্ত্রের উৎখাত এবং রুহুল্লাহ খোমেইনির অধীনে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা। ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা (কনসোলিডেশন)-র জন্য শুদ্ধি/নির্মূল অভিযান (পার্জ)।

নোট ১ - যে পদ্ধতিতে কখনোই শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আসেনি; নির্বাচনী গণতন্ত্র।

নোট ২ - এটা কোন শার'ঈ আলোচনা না। বরং কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরা এবং প্যাটার্ন রেকগনিশনের চেষ্টা।

দিকদর্শন ২

গত ১০০ বছরে কোন ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রন (তামকীন) অর্জন করে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করার উদাহরণ—

১। রীফ ইমারাহ: সময়কাল, ১৯২১-১৯২৬। অঞ্চল; মরক্কোর পাহাড়ি রীফ অঞ্চল। প্রতিষ্ঠাতা; আমীর মুহাম্মাদ বিন আব্দেলকারীম আল-খাত্তাবী, রাহিমাহুল্লাহ।

পদ্ধতি: গেরিলা যুদ্ধ। আল-খাত্তাবীকে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের জনক বলা হয়।

১৯২১ সালে স্প্যানিশ উপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রীফের গোত্রগুলোকে একত্রিত করতে শুরু করেন আমীর আল-খাত্তাবী। সে বছরের এপ্রিলে উলামা ও গোত্রপতিদের ঐক্যমতে তাঁকে আমীর নির্ধারণ করা হয়। ১৯২১ সেপ্টেম্বরে দেয়া হয় ইমারাতের ঘোষণা। রিপাবলিক অফ রীফ। নামে রিপাবলিক হলেও এটি ছিল ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ইমারাত। আয়তনে ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আজকের কুয়েতের চেয়ে বড়। ৮০ জন গোত্র প্রধান ও আলিমদের নিয়ে গঠিত হয় মজলিশে শূরা। শরীয়াহ আদালতে বিচার হতো মালিকী ফিকহ অনুযায়ী।

১৯২৪ নাগাদ স্প্যানিশদের পাশাপাশি শুরু হয় ফ্রেঞ্চদের আগ্রাসন। মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে ফ্রেঞ্চদের অধীনস্ত মরক্কোর সুলতান। তবু বিপুল প্রতিকূলতার মুখে আমীর আল-খাত্তাবীর বাহিনী টিকে থাকে। একসময় সাধারন জনগণকে নিশানা বানিয়ে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে স্প্যানিশরা। ১৯২৫ থেকে ১৯২৬ এর মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মারা যায় প্রায় দেড় লক্ষ মরক্কোন মুসলিম। সাধারন জনগনকে রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন আমীর আল-খাত্তাবী। [১]

২। প্রথম আফগান ইমারাহ : সময়কাল, ১৯৯৪-২০০১।

পদ্ধতি: গৃহযুদ্ধ, মোবাইল ওয়ারফেয়ার, মিলিশিয়া অফেন্সিভ।

প্রেক্ষাপট: ১৯৯৪ সালে সূচনার পর, ৯৬ নাগাদ পুরো দেশের অধিকাংশ অংশ নিয়ন্ত্রনে নেয় তালেবান আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী ইমারাহ। গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধের বদলে অনেকটাই কনভেনশানাল মিলিটারি কনকোয়েস্টের আদলে কর্তৃত্ব অর্জন করে তারা। ২০০১-এ অ্যামেরিকার আগ্রাসনের পর পতন ঘটে এই ইমারাতের।

৩। দ্বিতীয় আফগান ইমারাত: সময়কাল, ২০২১-চলমান।

পদ্ধতি: গেরিলা যুদ্ধ।

প্রেক্ষাপট: প্রায় বিশ বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তালেবান শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালে ন্যাটো সেনারা আফগানিস্তান ছাড়ার আগেই নিয়ন্ত্রন এনে ফেলে কাবুলসহ প্রায় পুরো দেশ। দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ইমারাহ। অনেক বিশেষজ্ঞ মতে ন্যাটোর বিরুদ্ধে তালেবানের প্রতিরোধকে ভিয়েতনামের পর গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে সফল প্রয়োগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। [২]

৪। ইসলামি প্রজাতন্ত্রী ইরান: সময়কাল, ১৯৭৯ – চলমান।

পদ্ধতি: গণবিপ্লব

প্রেক্ষাপট: শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম শীর্ষ বৈশ্বিক ধর্মীয় নেতা তথা 'আয়াতুল্লাহ' রুহুল্লাহ খোমেইনির নেতৃত্বে পাহলভী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ গণআন্দোলন যা এক পর্যায়ে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থানের সর্বশেষ পর্যায়ে ইরানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% এর মতো রাস্তায় নেমে আসে। অনেক অ্যাকাডেমিক একে আধুনিক সময়ের সর্ববৃহৎ ম্যাস পলিটিকাল মোবালাইযেইশান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন [৩]

গণঅভ্যুত্থানের কারণে ইরানের শাহ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিপ্লবী রাজপথে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে সামরিক বাহিনী বিপ্লবীদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে দেশটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী রিপাবলিক ঘোষণা দেয়া হয়।

৫। দায়েশ(ISIS): সময়কাল, ২০১৪-২০১৭, মতান্তরে ২০১৯। অঞ্চল; ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন অংশ।

পদ্ধতি: গেরিলা যুদ্ধ, ইনসার্জেন্সি, 'ব্লিটযক্রিগ' ধাঁচের অভিযান।

প্রেক্ষাপট: জুন ২০১৪-তে সংগঠনটি ইরাকের মসুল দখল করার পর এককভাবে তাদের নেতাকে 'খলিফা' বলে ঘোষণা করে, এবং নিজেদেরকে খিলাফাহ বলে দাবি করে। এই সময়ে সংগঠনটি ইরাক ও সিরিয়ার প্রায় ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছিল।

উল্লেখ্য, এই ঘোষণার সাথে সাথেই সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যেকোন অঞ্চলে তাদের পদার্পন হওয়া মাত্রই সেখানকার সকল ইসলামী সংগঠন, জামআহ এবং ইমারাত বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রয়োজনে তাদের জোরপূর্বক দমন করা হবে।

পরবর্তীতে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ-ও বলা হয় যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কার্যত ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লড়াই বলে গণ্য হবে। অতএব, যারাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারা কুফরে লিপ্ত। এই নীতির কারণে সিরিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে তারা অন্যান্য মুসলিম দলগুলোর বিরুদ্ধে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং এধরণের সব সংগঠনকে কাফির ঘোষণা করে।

২০১৫ সাল থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলো দাঈশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। ২০১৭ সালের শেষ দিকে মসুল (ইরাক) এবং রাক্কা (সিরিয়া) তাদের কাছ থেকে পুনর্দখল করা হয়। ২০১৯ সালের মার্চে সিরিয়ার বাঘুজ ছিল তাদের সর্বশেষ ঘাঁটি। এর পতনের পর তাদের দাবিকৃত অধিকাংশ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রন তারা হারিয়ে ফেলে।

উল্লেখ্য, তথ্যগত অ্যাকুরেসি, স্বচ্ছতা, এবং আলোচনার খারিতে সর্বশেষ দৃষ্টান্ত দুটি যুক্ত করা হলো। যদিও ইরানি বিপ্লবের শিয়া নেতৃত্ব এবং দায়েশ-এর অবস্থান দুটোকেই আমি আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর অবস্থানের জায়গা থেকে বিচ্যুত মনে করি।

দেখা যাচ্ছে, ওপরের ৫টি উদাহরণের মধ্যে চারটি ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা ঘটেছে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে। ব্যতিক্রম ইরান। একই সাথে লক্ষণীয় বিষয় হল, ইরান ছাড়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে হয় বাহ্যিক আগ্রাসন ছিল অথবা গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি চলমান ছিল।

সম্ভাব্য হাইব্রিড:

সিরিয়াতে যদি ইসলামী শাসন কায়েম হয় তাহলে তা এই লিস্টে ষষ্ঠ এন্ট্রি হিসেবে যুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে তাহলে সিরিয়া গণঅভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের একটি হাইব্রিড মডেল হিসেবে গণ্য হতে পারে, কারণে এখানে দুটো পদ্ধতির মিশ্রন ঘটেছে।

সিরিয়াতে প্রথমে নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। সরকারের নৃশংসতা এবং নির্মমতার কারনে একসময় তা রূপ নিয়েছে গৃহযুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের পর তামকীন অর্জিত হয়েছে।

সশস্ত্রভাবে তামকীন অর্জনের যতোগুলো উদাহরণ আছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে (চারটির মধ্যে তিনটি) লড়াইয়ের পদ্ধতি ছিল গেরিলা যুদ্ধ। সিরিয়া এখানেও ব্যতিক্রম। সিরিয়াতে যদিও অ্যাসেমেট্রিক ওয়ারফেয়ার বা অসম যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু এখানে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত কম, বা ব্যবহার করা হয়নি বললেই চলে।

উল্লেখ্য, অ্যাসেমেট্রিক ওয়ারফেয়ার মানেই গেরিলা পদ্ধতি না, আর গৃহযুদ্ধ মানেই গেরিলা যুদ্ধ না। গেরিলা যুদ্ধ, সশস্ত্র যুদ্ধের একটি নির্দিষ্ট ধরণ যার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান আছে। [৪]

নোট ১ – যে পদ্ধতিতে এক ইঞ্চি মাটিতেও আজ পর্যন্ত ইসলামী শাসন (সঠিক, আংশিক, কিংবা ত্রুটিপূর্ণ) কায়েম করা সম্ভব হয়নি; গণতন্ত্র।

নোট ২ - এটা কোন শার'ঈ আলোচনা না। বরং কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরা এবং প্যাটার্ন রেকগনিশনের চেষ্টা।

[১] আমীর আল-খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে শাইখ মুসা আল-শারীফের আলোচনা

https://www.youtube.com/watch?v=zTqzWxQ7HvI

Biography:

https://www.youtube.com/watch?v=VjIpVCCy7Us

Father of guerrilla warfare

https://gulfnews.com/world/africa/father-of-guerrilla-warfare-1.790991

Abd-el-Krim al-Khattabi: The Unknown Mentor of Che Guevara:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2014.997355

[২]https://www.abc.net.au/news/2021-08-19/taliban-return-power-afghanistan-mao-zedong-us-lessons-history/100386792

https://foreignpolicy.com/2023/01/24/mao-zedong-taliban-strategy-xi-jinping-china-war/

[৩] Kurzman, Charles. "The Unthinkable Revolution in Iran." (2004).

[৪] https://warisboring.com/not-every-civil-war-is-a-guerilla-war/